ISSN: 1685-4012

স্ট্রীম

সাপোর্ট টু রিজিওনাল অ্যাকুয়াটিক রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট

স্ট্রীম পত্রিকা

কৃষক এবং মৎসকৃষকদের জীবিকা সম্বন্ধে জানা এবং জানানো

স্ট্রীম ইনিশিয়েটিভকে সাহায্য করছে অস এ আই ডি, ডি এফ আই ডি, এফ এ ও, নাকা এবং ভি এস ও

প্রকাশিত হয় স্ট্রীম ইনিশিয়েটিভ, নেটওয়ার্ক অফ অ্যাকুয়াকালচার সেন্টারস্ ইন এশিয়া প্যাশিফিক, সরস্বাদী বিল্ডিং,ডিপার্টমেন্ট অফ ফিশারিজ কম্পাউন্ড, ক্যাসাকাট ইউনির্ভাসিটি, লাদেয়ো, জাতুজক, ব্যাঙ্কক, থাইল্যান্ড

কপিরাইট স্ট্রীম ইনিশিয়েটিভ ২০০৩

শিক্ষা এবং অন্যান্য অব্যাবসায়িক কাজে এই প্রকাশনকে পুন: মুদ্রন হতে পারবে কেবল অধিকারপ্রাপ্ত প্রকাশকের পূর্ণ স্বীকৃতির সাহায্যে।

পুন: মুদ্রন অথবা বিক্রির জন্য এটি প্রকাশনা করা যাবে না যদি অধিকার প্রাপ্ত প্রকাশকের স্বীকৃতি ব্যাতিত।

স্ট্রীম পত্রিকার প্রবন্ধের একটি উদাহরণ

স্যানটস্, আর ২০০২ বিবাদ সম্বন্ধে একে অপরের থেকে শেখা: স্ট্রীম পত্রিকা ১(১), ১-২

সূচীপত্র

মৎসচাষের মাধ্যমে নেপালের পোড জনগোষ্ঠীর জীবিকা নির্বাহের উন্নতি ১
টেক বাহাদুর গুরুং এবং জয়দেব বিষ্ঠা

ভিয়েতনামের খান-হোয়া রাজ্যে উপকূলবর্তী সম্পদের পরিচালনা ও জীবিকা নির্বাহণে মহিলাদের অংশগ্রহণ ৩
নুয়েন থু হয়ে, থান থি হিয়েন, ফাম থি ফুয়ং হোয়া, নুয়েন ভিয়েত ভিন এবং দাও ভিয়েত লঙ্গ

ইন্দোনেশিয়ায় মানুষের চেষ্টাকে সমর্থন এবং উপকূলবর্তী সম্পদ পরিচালনায় পারস্পরিক আলোচনা ৫
তাবিতা ইউলিতা

গোষ্ঠীভিত্তিক মৎসচাষের এম এবং ই পদ্ধতির জন্য পরিকল্পনা ৭
হিদার এয়ারলি ও হাইকো মিলিস

তথ্য অধিগ্রহণ অনুসন্ধানের মাধ্যমে কার্য্যকারী সহযোগী দলের যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা ও সুপারিশ চিহ্নিতকরণ ৯
এলিজাবেথ এম গনজালেস, ম্যালিনি ফেলসিং এবং এরউইন এল পাডোর

ফিলিপিন্সের রক্সাস শহরে মৎস্য নির্দেশিকা রূপায়ণ করার জন্য আই. ই. সি. আলোচনাসভা– কার্য্যশালা। ১১
বেলিন্দা এম গ্যারিদো এবং এলিজাবেথ এম গনজালেস

স্ট্রীম পত্রিকা সম্বন্ধীয় ১৩

স্ট্রীম সম্বন্ধীয় ১৪

মন্তব্য

জানুয়ারী–মার্চ, ২০০২তে ফিরে গেলে দেখা যাবে, আমরা স্ট্রীম পত্রিকা ১(১) এর জন্য মন্তব্য শুরু করেছিলাম নিম্ন অনুচ্ছেদের মাধ্যমে—

শিক্ষণ, বিবাদ, পরিচালনা, তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি, জলীয় সম্পদ, পরিচালন, বিধান, জীবিকা নির্বাহণ, লিঙ্গ, অংশগ্রহণ, সহযোগী দল, কর্মপন্থা এবং যোগাযোগ। এগুলিই হল প্রথম স্ট্রীম পত্রিকার ৬টি প্রবন্ধের মূলভাব। স্ট্রীম প্রারম্ভিক যে সমস্ত শিক্ষণ ও যোগাযোগ নিয়ে উদ্যোগী কাজ করেছে, এই লেখাগুলি তারই প্রতিনিধিত্ব করছে। বৈচিত্রময় দৃষ্টি থেকে বাছাই করা বিষয় ও আধারগুলির বিবিধ চিত্র তুলে ধরবে এই স্ট্রীম পত্রিকা এবং সেই সমস্ত কণ্ঠকে নথিভূক্ত করবে যাতে আমাদের ধারণা সবার মাঝে পৌঁছে দেওয়া যায়। সমালোচনা নয়, সাথীদের সাথে সাহায্যপূর্ণ আদানপ্রদানে যোগ দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।

স্ট্রীম দিনপত্রিকার উদ্দেশ্য বর্ণিত (পৃ-১৩) কথা থেকেই এর মূলভাবকে বাছাই করা হয়েছে এবং এই সংখ্যা এস.জে ২(৩)-এও আবার সেই ভাব প্রতিফলিত হয়েছে। ৫টি দেশের ১৪ জন লেখকের ৬টি রচনার মাধ্যমে আমরা আপনাদের খুঁজে দেব যে কিভাবে তারা মৎস খাঁচা, নির্দেশিকা বয়া, প্রথাগত নৌকা, জাগতিক অবস্থান প্রণালী, লিখিত সংবাদ ও পাওয়ার পয়েন্টের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদের ওপর পুনরায় দৃষ্টি দিলে বোঝা যায় যে স্ট্রীম কিভাবে বিষয়গুলি পরিবেশন করছে, শিক্ষণ ও যোগাযোগকে বাস্তবায়িত করছে, বৈচিত্রময় দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবেশন করছে, নিজস্ব কাজকে নথিভূক্ত করছে এবং উদ্দেশ্যকে বুঝতে শিখেছে, আমরা তার ওপর আরও সচেতন হতে চাই। তাই আমরা সমস্ত এস.জে পাঠকদের ও অন্যান্য সাথীদের আমাদের বর্তমান পদ্ধতিগত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ণে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করছি এবং তৎসহ ''বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিবর্তনকারী ঘটনা'' পদ্ধতিতে আমাদের স্ট্রীম দিনপত্রিকা বা অন্য কোনো স্ট্রীম ইনিশিয়েটিভ কাজের অসুবিধার কথা আমাদের জানাতে অনুরোধ করছি।

শুভেচ্ছা সহ

গ্রাহাম হেলর, নির্দেশক, স্ট্রীম
উইলিয়াম স্যাভেজ, *স্ট্রীম পত্রিকার* সম্পাদক

মৎসচাষের মাধ্যমে নেপালের পোড জনগোষ্ঠীর জীবিকা নির্বাহের উন্নতি

টেক বাহাদুর গুরুং এবং জয়দেব বিষ্ঠা

গোষ্ঠী

পোডো (অথবা জালারী) গোষ্ঠীর মাতৃ দলের মাসিক সভা

এই ঘটনা নেপালের পোখরা উপত্যকার পোড বা জালারী জনগোষ্ঠীর ৩০০ পরিবারকে নিয়ে গড়া। এই গোষ্ঠীর মাতৃভাষার সাথে কাঠমাণ্ডুর উপজাতি ভাষা নেওয়ারীর প্রচুর মিল থাকায় মনে করা হয় যে এই জনগোষ্ঠী একদা কাঠমাণ্ডু উপত্যকা থেকে পরিযান করেছে। সবাই জানে যে এই গোষ্ঠীর সদস্যরা বিগত ১৯৬০ সাল থেকে কৃষিজমি, দক্ষতা, চাকরি, রোজগার ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত। এই গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা যাযাবর প্রকৃতির কারণ এরা সর্বদা তাদের পরিবার নিয়ে বিভিন্ন বিল, নদী এবং জলাজমি ঘুরে বেড়ায় এবং ফেকা জাল দিয়ে মাছ ধরে তাদের অন্নসংস্থান করে। এরা যে কবে থেকে মাছ ধরাকে তাদের মূল জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছে, তা আজও জানা যায় না। নেপালে বঞ্চিত গরিব লোকেরা সাধারণত: জঙ্গল ও জলাশয় থেকে সম্পদ আহরণ করে কারণ এই জঙ্গল ও জলাশয় আজ পর্যন্ত কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। বেশীভাগ জঙ্গল এলাকার সংরক্ষণ এবং দীর্ঘস্থায়ীকরণের ভার বর্তমানে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর হাতে ন্যস্ত, কিন্তু প্রাকৃতিক জলাশয় আজও কারও স্বত্তাধীন নয়, সাধারণভাবে পোখরা উপত্যকার পোড জনজাতি বিল ও নদীর খুব কাছে সাময়িক ঘর বেঁধে থাকে কারণ এদের জীবনযাত্রা সামগ্রিকভাবে মাছ ধরার ওপর নির্ভরশীল।

বিলে অংশগ্রাহী পদ্ধতিতে খাঁচায় মৎসচাষ

১৯৭০ দশকের প্রথমে, অন্যতম প্রথাগত মৎসচাষীদের জীবিকা নির্বাহের উৎস বিপদের সম্মুখীন হয় কারণ বিশেষত: ফেওয়া (৫২৩ হে:), বেগনাস (৩২৮ হে:) এবং রূপা (২৩৫ হে:) বিলে মাছের উৎপাদন কমে যায়। এরই মাঝে ফেওয়া বিলে ১৯৬২ সালে মৎস উন্নয়ন কেন্দ্র (বর্তমানে মৎস গবেষণা কেন্দ্র) গঠিত হয়। এই কেন্দ্র বঞ্চিত লোকেদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে খাঁচায় মৎসচাষের মাধ্যমে চাকরি এবং রোজগারের সুযোগ তৈরী করে দেয়। ঘরের মাপেয় খাঁচায় (৫০ ঘন মি: আয়তন, ৫x৫x২ মি:) পোনা মজুত করে এই সমস্ত বুজে যাওয়া জলাশয় জায়গা থেকে বাজারে বিক্রি করার মত মাছ উৎপাদন শুরু হয়। খাঁচায় মাছের বৃদ্ধি নির্ভর করে প্রাকৃতিক প্ল্যাংকটনের ওপর। বিগহেড কার্প (অ্যারিসটিক্‌থিস নবিলিস্) এবং সিলভার কার্প (হাইপোপ্থ্যালমিকথিস মলিট্রিক্স) মজুত করার ২ বছরের মধ্যে বাজারে বিক্রীর মত বড় হয়ে যায়। একটি খাঁচা বছরে ২০০-৩০০ কেজি মাছ উৎপাদন করতে পারে, যদিও তা জলাশয়ের উৎপাদন ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল।

১৯৭৫-৮০ সাল খাঁচা তৈরীর উপকরণ ও সাহায্যের মাধ্যমে এফ এ ও [১] এবং ইউ এন ডি পি [২] খাঁচায় মৎসচাষকে উৎসাহিত করে এসেছে। প্রথমে স্থানীয় কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক থেকে আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে সদস্যদের একটি করে খাঁচা প্রদান করা হত, যার মূল্য নেপালী টাকায় ৬০০০ টাকা। যেহেতু মক্কেলরা জমিহীন এবং অধিক মাত্রায় গরীব, তাই তাদের মাছ উৎপাদনের প্রযুক্তিগত জামিন রাখা হত সমপার্শ্বীয়ভাবে। উৎপাদিত মাছের বিক্রী পদ্ধতি গোষ্ঠীর মৎসবৃদ্ধি সংস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। বর্তমানে, খাঁচায় মৎসপালনের লাভ থেকে সমস্ত ধার শোধ করা হয়েছে।

১. ফুড এণ্ড এ্যাগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন অফ দি ইউনাইটেড নেশনস
২. ইউনাইটেড নেশনসডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম

আর্থিক কার্যরীতি, পরিবেশ সচেতন মাছ চাষ ও গোষ্ঠী পরিবর্তন

প্রথমে কেবলমাত্র অতিরিক্ত সময়ের চাকরি ও রোজগার হিসাবে খাঁচায় মৎসচাষকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে, সদস্যদের আরও অতিরিক্ত খাঁচা থাকলেও, যথেষ্ট পরিমাণের পোনার অভাব সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। তবে জে আই সি এ[৩]র সাহায্যে এবং বর্তমান পোনার চাহিদা মেটাতে বেগলাস বিলের কাছে মৎস গবেষণা কেন্দ্রের আওতায় একটি মৎস প্রজননশালা তৈরী হয়েছে। বর্তমান, একটি সফল পরিবারের কাছে কমপক্ষে ১৬টি খাঁচা আছে, যার থেকে তারা বছরে ৩০০০-৪০০০ কেজি মাছ উৎপাদন করে রোজগার করে। খাঁচায় মৎস্যচাষে সীমাবদ্ধ বহু পরিবারের কাছে এখন বাড়ী, জমি এবং সর্বোপরি ধারাবাহিক রোজগারের উৎস আছে।

বিল এবং নদীর মাছের বাজারে চাহিদা সবসময় বেশী কারণ এরা প্রাকৃতিক প্ল্যাংকটনকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে বড় হয়। স্বভাবত: খাঁচায় উৎপন্ন মাছের দামও ভবিষ্যতে বেড়ে যেতে পারে, কারণ এরাও প্রাকৃতিক পরিবেশে উৎপাদিত হয়। যেহেতু খাঁচার মাছেরা ফসফরাস ও নাইট্রোজেন যুক্ত প্ল্যাংকটন গ্রহণ করে, তাই জলের অযাচিত খাদ্যকণা দূরীকরণে এরা সাহায্য করে। সর্বোপরি, খাঁচায় মাছচাষ একটি পরিবেশ সচেতন মৎস্যপালন পদ্ধতি।

বেশীরভাগ পরিবারের এখন ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানোর সামর্থ্য আছে এবং তিন জন ছাত্র ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে প্রস্তুত। অতীতে কিন্তু এই গোষ্ঠীতে সাক্ষর সদস্য পাওয়া যেত না। বেশীর ভাগ বাড়ীতে এখন টিভি, গ্যাস স্টোভ এবং বাথরুম ব্যবহৃত হয় এবং কিছু লোকের মোটরবাইকও আছে। কিছু লোক মাঝামাঝি মানের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে। অনতিদূর ভবিষ্যতে হয়ত মায়েরা তাদের ছেলেমেয়েদের বোর্ডিং স্কুল পাঠানোর জন্য চিন্তা শুরু করবে।

খাঁচায় মৎসচাষের উৎপাদনকে গোষ্ঠীর মাতৃদল বাজারে বিক্রি করছে

পাঠ আয়ত্তীকরণ ও তার প্রয়োগ

খাঁচায় মৎস্যপালনের মত প্রকল্প ফেওয়া বেগনাস ও রূপা বিলের পারিপার্শ্বিক ভূমিহীন, সম্পদহীন, বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় প্রচুর উন্নতি ঘাটিয়েছে। যদিও মৎস্যপালন এই গোষ্ঠীর প্রথাগত জীবিকা নয়, কিন্তু এদের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে সাফল্য কোনো প্রথাগত জীবিকার ওপর ভিত্তি করে না। অবশ্য, এই গোষ্ঠী তাদের গোষ্ঠীগত জলাশয় এবং তাদের মাছ সম্বন্ধে প্রথাগত জ্ঞান ব্যবহার করতে পেরেছে। খাঁচায় মৎস্যচাষের মাধ্যমে গড়ে তোলা এই জনগোষ্ঠীর শক্তি অন্য আরও এরকম গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উন্নয়নে এক অনন্য উদাহরণ হিসাবে কাজ করতে পারে।

বিল এবং দেশীয় মাছের সংরক্ষণের প্রতি জনগোষ্ঠীর গমন

সম্প্রতি খাঁচায় মৎস্যপালনরত পোড জনগোষ্ঠীর মানুষ বুঝতে শিখেছে যে প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার ঠিক নয় এবং সংরক্ষণ অতি প্রয়োজনীয়। বিলের কচুরীপানা পরিষ্কার, অংশগ্রাহী পদ্ধতিতে বিলের জলীয় জীববৈচিত্র সংরক্ষণের নিয়ম কানুন প্রস্তুতি ইত্যাদিতে এই গোষ্ঠী আজ স্ব-উদ্যোগী। এমনকি এই গোষ্ঠী এখন প্রতি সংগ্রহের পর স্থানীয় উন্নয়ন পর্ষদকে কর প্রদান করে।

পোখরা উপত্যকায় প্রায় ২৫ প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। কিছু দেশীয় প্রজাতি যেমন মহাশীর (টর পুটিটোরা বা টর টর) এখন তাদের প্রজনন স্বভাবের জন্য বিপদাক্রান্ত। এই প্রজাতি তাদের প্রজননের জন্য অগভীর, প্রস্তরময় অন্তর্গামী জলে গমন করে এবং অন্যান্য মানুষের জালে ধরা পড়ে। বর্তমান, এই প্রজননকারী মাছেদের যাত্রার সময় তাদের রক্ষা করতে পোড জনগোষ্ঠীর সদস্যরা ফেওয়া বিলের জলের অন্তর্গামী পথে নিয়মিত পাহারা দেয়।

টেক বহাদুর গুরুং কেন্দ্র অধিকর্তা এবং জয়দেব বিষ্ঠা, বরিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র, পোখরা, নেপাল এর সাথে যুক্ত। এদের যোগাযোগের ঠিকানা <fishres@fewanet.com.np>.

৩. জাপান ইন্টারন্যাশানাল কোঅপরেশন এজেন্সি

ভিয়েতনামের খান-হোয়া রাজ্যে উপকূলবর্তী সম্পদের পরিচালনা ও জীবিকা নির্বাহণে মহিলাদের অংশগ্রহণ

নুয়েন থু হুয়ে, থান থি হিয়েন, ফাম থি ফুয়ং হোয়া, নুয়েন ভিয়েত ভিন এবং দাও ভিয়েত লঙ্গ

আই. এম. এ প্রকল্প ও মহিলাদের অংশগ্রহণ

খান-হোয়া রাজ্যের ভ্যান মিন জেলায় স্থানীয়ভাবে পরিচালিত সামুদ্রিক জলাধারের সুবিধার্থে ভিয়েতনামের ইন্টারন্যাশানাল মেরিনলাইফ অ্যালায়েন্স (আই. এম. এ) গোষ্ঠী ভিত্তিক উপকূলবর্তী সম্পদের পরিচালনার ওপর একটি তিনবছর ব্যাপী প্রকল্প রূপায়ণ[৪] করছে। দীর্ঘস্থায়ী মাছধরা এবং মৎস্যচাষ পদ্ধতি বাস্তবায়িত করে স্থানীয় মানুষদের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর উন্নতি তথা উপকূলবর্তী সম্পদের সঠিক পরিচালনা করতে শেখানো এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

মহিলাদের অংশগ্রহণের প্রতি আই. এম. এ বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে। স্থানীয় মৎস্যনির্ভর অর্থনীতি এবং উপকূলবর্তী সম্পদ আরক্ষণের চেষ্টায় মহিলারা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করলেও, তারা প্রায়শই অংশগ্রহণে বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। সুতরাং লিঙ্গ বৈষম্য এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তাই লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ ও উপকূলবর্তী সম্পদ পরিচালনায় মহিলাদের ক্ষমতা ও অংশগ্রহণের ব্যাপারটা আই. এম. এ এই প্রকল্পে যোগ করেছে।

জুলাই ২০০২ থেকে ভিয়েতনামের আই. এম. এ ''খান হোয়া রাজ্যে উপকূলবর্তী সম্পদের পরিচালনা ও জীবিকা নির্বাহণে মহিলাদের ভূমিকা'' শীর্ষক একটি সহ-প্রকল্প শুরু করেছে। লিঙ্গ ভিত্তিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও উপকূলবর্তী সম্পদ পরিচালনায় মহিলাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। গ্রামীণ মহিলাদের উপকৃত হিসাবে রেখে, এই প্রকল্পের মূল কাজগুলি হল–

১) লক্ষিত গোষ্ঠীর জন্য লিঙ্গ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ সংগঠিত করা (গোষ্ঠী সদস্য ও স্থানীয় মানুষ)

২) বিকল্প জীবিকা নির্বাহণ কেন্দ্র গড়ে তোলা

৩) স্বল্প সঞ্চয়ের ব্যবস্থার মাধ্যমে মহিলাদের নির্দিষ্ট জীবিকা নির্বাহণ শুরু করাকে সাহায্য করা

আই. এম.এ র সাহায্যে স্থানীয় দলের (স্থানীয় প্রকল্প পরিচালন দল ও ভিয়েতনাম মহিলা সংগঠন) মাধ্যমে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রাথমিক স্তরের কার্যকারীতাকে সঠিক মূল্যায়ন করতে অংশগ্রাহী দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে প্রকল্পের কাজকর্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বিশেষজ্ঞ দল ও পরামর্শদাতাদের যৌথ প্রচেষ্টায় উচ্চস্তরের প্রশিক্ষণের লক্ষে কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হচ্ছে। লিঙ্গ বৈষম্য, বিশেষত উপকূলবর্তী সম্পদ পরিচালনায় মহিলাদের ভূমিকা বিষয়ে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম সবাইকে অবহিত ও সচেতন করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

লিঙ্গভিত্তিক প্রশিক্ষণ পাঠ

২০০২ এর অক্টোবর মাসে এই প্রকল্পের অংশ হিসাবে ভ্যান নিন্ জেলার ভ্যান হাঙ্গ গোষ্ঠীর গোষ্ঠী কর্মী ও গোষ্ঠী সদস্যদের নিয়ে দুটি লিঙ্গ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ শিবির সংগঠিত হয়েছিল। প্রাথমিক লিঙ্গ ভিত্তিক ধারণী এবং উন্নয়ন প্রকল্পে লিঙ্গ বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও লিঙ্গভিত্তিক মূলস্রোতের বিষয়ের ব্যবহারে প্রায় ৬০ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষিত করা হয়। প্রশিক্ষণের ফলে, লিঙ্গ ভিত্তিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। সর্বোপরি, গৃহ অর্থনীতি এফ্ উপকূলবর্তী সম্পদ পরিচালনা ও গোষ্ঠী উন্নয়ন কার্যকলাপের মহিলাদের ভূমিকার বিষয়ে পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটেছে। সর্বশেষ আলোচনা ও প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পুরুষদের এই মতামত জানা গেছে। এর সাথে মহিলাদের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিকল্প জীবিকার্জনের ব্যাপারে মহিলারা তাদের মতামত জানাতে দৃঢ়কল্প এবং উপকূলবর্তী সম্পদ পরিচালনায় তারা তাদের যোগ্যতাও প্রমাণ করেছে।

পুরুষদের উৎসাহিত করা হয় লিঙ্গ ভিত্তিক ব্যাবস্থায় তাদের বক্তব্যের জন্য

৪. আই.এম.এ র উন্নয়ন পত্র পাওয়া যাবে www.imavietnam.org তে

বিকল্প জীবিকা নির্বাহণ সভায়

বিকল্প জীবিকা নির্বাহণের উদ্যোগের প্রস্তাব নিয়ে, গরীব মহিলাদের কথা শোনার জন্য একটি সভা সমবেত করা হয়েছিল লিঙ্গ ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ঠিক পরেই। খান হোয়া মৎস্য বর্দ্ধিত কার্যকল্প কেন্দ্রের এক বিশেষজ্ঞ দল, ভিয়েতনামের আই. এম. এ র অফিসার এবং স্থানীয় প্রকল্প পরিচালন দল সাফল্যের সাথে ৬০ জন অংশগ্রহণকারীকে নিয়ে সভা সংগঠিত করে। জীবিকানির্বাহণ বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেকের অঞ্চল ভিত্তিক উপযুক্ত বিকল্প ব্যবস্থার কথা জানায়। অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা বিষয়ক এই সভাতে হনমুন সামুদ্রিক সংরক্ষিত অঞ্চলের[৫] স্থানীয় আধিকারিক ও মৎস্যজীবিদের উৎসাহ ও যোগদানকে আকর্ষিত করে। সভায় অংশগ্রহণ কারীরা পছন্দসই ব্যবস্থাগুলো নিয়ে আলোচনা করে এবং সঠিক গ্রহণযোগ্য বিকল্প ব্যবস্থা বেছে নেয়। ছোট আকারের জলজীবপালন (সামুদ্রিক আগাছা ও সবুজ ঝিনুক) সহ পরিবেশ সচেতন জীবিকা নির্বাহণ তথা অন্যান্য বিকল্প ব্যবস্থা প্রস্তাবিত হয় এবং মহিলারা তার ওপর চর্চা করেন। অংশগ্রহণ কারীরা সবাই এ ব্যাপারে ঐক্যমত হয়। এই পছন্দসই বিকল্প ব্যবস্থাগুলি মহিলাদের রোজগার উৎপন্ন করতে ও উপকূলবর্তী সম্পদ পরিচালনায় উন্নতি আনতে জীবিকা নির্বাহণ কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রচুর সাহায্য করবে এবং ফলে জনগোষ্ঠীতে মহিলাদের অবদান নথিবদ্ধ হয়ে থাকবে।

পরিবেশ-অনুকুল জীবিকা নির্বাহণের ধারণার সাথে অংশগ্রহণকারীদের পরিচয় করানো হচ্ছে

স্ত্রীলোকগণ তাদের নিজস্ব জীবিকা নির্বাহণের বিকল্প গুলির সন্ধানে উদ্যোগী হয়েছে এবং আলোচনা করছে

স্বল্পসঞ্চয়ের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহণের উদ্যোগ

বিকল্প জীবিকানির্বাহণ ব্যবস্থা কার্যকারী করার জন্য ৩১জন মহিলাকে আই.এম.এ এবং জলজীবপালন বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে তাদের শুরু করা বিকল্প জীবিকা ব্যবস্থার উপর প্রযুক্তিগত পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাদের বেছে নেওয়া উপায়গুলি পরিবেশ সচেতন জলজীবপালন পদ্ধতি এবং তা উন্নত জল গুনমান ও স্থানীয় সামুদ্রিক সম্পদের (সামুদ্রিক আগাছা ও সবুজ ঝিনুক) উন্নত বাসভূমি গড়ে তোলায় সাহায্য করবে। পদ্ধতি কার্যকারী করার পথে প্রাপ্ত সুবিধাগুলো তৈরী (নির্দেশক বয়া ও জাল-খাঁচা), উৎপাদন করার পর তার যত্ন ও পদ্ধতিকরণে মহিলাদের প্রত্যক্ষ যোগদান গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে পুরুষরা দেখাশোনা করার দায়িত্ব নেয়। এই মহিলারা তাদের উৎপাদনটাও রিফ মেরিন রিজার্ভে আগত দর্শকদের কাছে বিক্রীও করে। যেহেতু খুব অল্প বিনিয়োগই যথেষ্ট ও এই প্রযুক্তি সহজলভ্য ও কমদামী, আশা করা যায় যে রোজগারে বৃদ্ধি মাত্র ৬ মাসের মধ্যে লক্ষ্য করা যাবে। জীবিকা নির্বাহণের সফল শুরুর মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতা এবং উপকূলবর্তী সম্পদ পরিচালনায় তাদের ভূমিকার নিঃসন্দেহে উন্নতি ঘটবে।

নুয়েন থু হুয়ে (রাষ্ট্র সহযোজক), থান থি হিয়েন (লিঙ্গ বিশেষজ্ঞ), ফাম থি ফুং হোয়া (তথ্য আধিকারিক), নুয়েন ভিয়েত ভিন (মৎস প্রযুক্তি পরামর্শদাতা) এবং দাও ভিয়েত লঙ্গ (গোষ্ঠী উন্নয়ন আধিকারিক) ইন্টার ন্যাশানাল মেরিনলাইফ এলিয়ান্স (আই. এম. এ) ভিয়েতনাম এর হয়ে কাজ করেন এবং যোগাযোগের ঠিনা <imavietnam@netnam.vn>.

৫. আই.এম. এ ভিয়েতনামের প্রকল্পের একটি লেখনির জন্য স্ট্রিম পত্রিকা ১(৪) ১-২ দেখুন।

ইন্দোনেশিয়ায় মানুষের চেষ্টাকে সমর্থন এবং উপকূলবর্তী সম্পদ পরিচালনায় পারস্পরিক আলোচনা

তাবিতা ইউলিতা

জীবনের পরিস্থিতি, সাধারণ সম্পত্তি, গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং বিবাদ

বর্তমানে জীবনের পরিস্থিতি সংক্রান্ত সমস্যার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির আমূল বৃদ্ধি ঘটেছে। ইন্দোনেশিয়ায় যে ভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের ভুল ও ক্ষণস্থায়ী ব্যবহার করা হচ্ছে, তা আজ সর্বজনবিদিত। এব্যাপারে স্থানীয় শাসকদল আজও অবুঝ এবং সমুদ্র, উপকূল, বাতাস, মাঠ এবং জঙ্গলের মত সাধারণ অমূল্য সম্পদের রীতিগত প্রাপ্যতার ব্যাপারে উদাসীন। যেহেতু প্রাকৃতিক সম্পদ কারও ব্যক্তিগত নয়, তাই, সকলের মিলিত সুবিধার্থে এর ব্যবহার করা উচিত।

যে সমস্ত মানুষ এবং গোষ্ঠী এই সাধারণ প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে উপকৃত হয়, তাদের সাথে আলোচনা ব্যতীত এই সম্পদ আহরণের কোন নীতি বা নিয়ম তৈরী করা ঠিক নয়। এরকম কোনো নীতি, নিয়ম বা অংশগ্রহণ ছাড়া, সাধারণ সম্পদের ব্যবহার বিবাদ সৃষ্টি করবে। উদাহরণ স্বরুপ বলা যায় যে, পূর্ব এবং পশ্চিম উপকূলীয় উত্তর সুমাত্রার বাটাহান ও জারিং হালুস গ্রামে, প্রথাগত স্বল্প মাত্রার জাল নিয়ে মাছধরা মানুষদের সাথে উন্নত প্রযুক্তিগত যন্ত্রপতি সহ মাছ ধরা লোকেদের বিবাদ বেড়েই চলেছে। এই ঘটনা ঘটছে কারণ, উপকূলবর্তীয় ও সামুদ্রিক সম্পদ যা প্রথাগত মাছধরার পদ্ধতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে তার ব্যাপারে কোনো নিয়ম বা নীতি নেই।

গোষ্ঠী জীবনের এই পরিস্থিতি ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার সাথে সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে :

- সামাজিক মেলামেশার বৃদ্ধি কিভাবে গোষ্ঠীর উপকূলবর্তী সম্পদ পরিচালনাকে উন্নত করতে পারে ?
- কী পদ্ধতি স্থানীয় প্রথা ও নিয়মকে উপকূলবর্তী সম্পদের ব্যবহারে সাহায্য করবে?
- উপকূলবর্তী মানুষ কিভাবে প্রথাগত পদ্ধতি ব্যবহার করে ও উপকূলবর্তী সম্পদ পরিচালনা করে এবং তা মূল সমাজ কি ভাবে গ্রহণ করে?
- স্থানীয় জনগোষ্ঠী কিভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে এবং পরিবর্তন ও আধুনিকীকরণ পদ্ধতিতে কিভাবে স্থানীয় মানুষ নিজেদের অভিযোজিত করে?

নিয়ম এবং বিশ্বাস

প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাবহারে পরিচালন নিয়ম তৈরীর অনেক পদ্ধতি আছে। উপকূলবর্তী সম্পদ, যেমন ম্যানগ্রোভ (বাকাউ) অথবা ইন্দোনেশিয়ার পরিপার্শ্বিক সমুদ্র যাদের অধীন, সেই রাষ্ট্রীয়, প্রাদেশিক বা স্থানীয় সরকার সাধারণভাবে এই নিয়ম তৈরী করতে পারে। সামুদ্রিক বা উপকূলবর্তী সম্পদের ব্যবহারে জনগোষ্ঠীও অন্যথায় কিছু নিয়ম চালু করতে পারে।

যেহেতু মৃত কোরাল পাথরের অপসরণ বাকাউ কে নষ্ট করতে পারে, তাই এই মৃত কোরাল পাথর বেশী মাত্রায় নয়, কেবলমাত্র নিজস্ব প্রয়োজনে সংগ্রহ করা যায়। এই স্থানীয় নিয়মকে যারা ভঙ্গ করে বেশী মাত্রায় কোরাল সংগ্রহ করতে যায়, ধরা পড়লে লোকেরা তাদের গোষ্ঠী নেতার কাছে নিয়ে যায় এবং তারা বাড়ী তৈরীর উপাদান হিসাবে পাথর সংগ্রহ করছে বলে জানানো হয়। এই প্রাকৃতিক সম্পদের কার্যকারীতা সম্বন্ধে গোষ্ঠীর জ্ঞান তাদের এই স্থানীয় নিয়ম ও নিয়ম ভাঙ্গার শাস্তি দিতে প্রেরণা দিয়েছে। এই নিয়মের কার্যকারীতা ও তার দৃঢ় রূপায়ণে একটি সংঘ দায়িত্ববদ্ধ, যা সবাই মেনে চলে।

সম্পদ আধুনিকীকরণ ও প্রথা

মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ি, বাকাউ এবং কোরাল পাথর হল উপকূলবর্তী ও সামুদ্রিক সম্পদের উদাহরণ, যা মাছধরা লোকেরা ব্যবহার করে। বহিরাগতদের উপস্থিতি ও ধ্বংসাত্মক কাজে উপকূল ও সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মাছ ধরার পদ্ধতি যেমন পুকাত হারিমাউ (যন্ত্রচালিত নৌকা), লামপারান ভাসার (ছোট যন্ত্রচালিত নৌকা), পুকাত ল্যাংগেই (ছোট ফাঁকওলা জাল) এবং বোমা এর উদাহরণ। এই সব ব্যবহারের পরিণতি হল কোরাল পাথরের ধ্বংস এবং মৎস্য সম্পদের হানি। সাধারণ মানুষের সেবায় উন্নতির সুযোগ ও আধুনিকীকরণের স্বপ্নে এভাবে কখনই পৌছোনো সম্ভব নয়।

প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও ভূমিকাকরণ উপকূলবর্তী মানুষের (বিশেষত: প্রথাগত মাছধরা লোকেরা) প্রথা ও মূল্যবোধ, প্রাকৃতিক সম্পদের লভ্যতা নির্ভরশীল সামাজিক পরিকাঠামোর পরিবর্তণের ওপর প্রচুর ছাপ ফেলে যায়। গোষ্ঠীর জ্ঞাত ও প্রায়োগিক এই অলিখিত স্থানীয় নিয়মগুলি আগে এই উপকূলবর্তী সম্পদকে নিয়ন্ত্রণ করত। বর্তমানে তা আধুনিকীকরণ ও প্রযুক্তিগত উন্নতির সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে, যেমন মাছধরার লোকেরা এখন তাদের নৌকায় যন্ত্রপাতি ও ইঞ্জিন লাগিয়ে ব্যবহার করছে।

পরিবর্তন ও অভিযোজন

এই পরিবর্তনের কারণে, অর্থশালী ও আইনিশক্তিসহ বহিরাগতরা বেশী মাত্রায় এই পরিবেশে প্রবেশ করছে যা উপকূলবর্তী সম্পদ পরিচালনার প্রথাগত পদ্ধতিকে নষ্ট করে দিচ্ছে। ফলস্বরূপ, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্থানীয় অর্থনীতিক কাঠামো নষ্ট হচ্ছে, মানুষ উদ্দেশ্যহীন হয়ে যাচ্ছে এবং ''প্রথাই সত্য'' এই ধারণা বদলে গিয়ে অবিশ্বাস বেশী মাত্রায় ছড়িয়ে পড়ছে।

এই সমস্যার সমাধানে, মানুষ পরিবর্তন ও অভিযোজনের জন্য কিছু রাস্তা খুঁজে পেয়েছে :

- বর্তমানে মৎস পালনের বেশ কিছু পদ্ধতি যেমন, কেরাম্বা (ভাসমান খাঁচা), ও টামবুন বা রামপন (মাছের বিশ্রাম স্থান) ব্যবহার করা হচ্ছে।
- মাছ ধরা গোষ্ঠীকে আরও শক্ত দল তৈরী করতে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে।
- তারা বিভিন্ন মাছ ধরার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছে ও তাদের অঞ্চলে মাছ ধরার একটা সীমা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে।
- স্থানীয় মানুষ ও বহিরাগতদের মধ্যে বিবাদ বন্ধ করার চেষ্টা চলছে। উদাহরণস্বরূপ, কেবলমাত্র সরকারের কাছে দাবী জানানো যাবে, স্থানীয় নিয়ম তৈরী করা হয়েছে, আলোচনা চলছে এবং টহলদারীর মাধ্যমে সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।
- স্ব-উদ্যোক্তা ও সরকারের প্রতি প্রথাগত মাছ ধরার লোকেদের দৃষ্টিভঙ্গী বোঝার চেষ্টা চলছে ও পারস্পরিক বিশ্বাস গড়ে তোলা হচ্ছে।
- পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে চলা ও প্রথাগত মাছ চাষীদের আশার আলো দেখানোর মত কিছু আন্ত:গোষ্ঠী কৌশল গঠন করা হচ্ছে, যা তাদের মধ্যে যোগাযোগ ও শক্তি বন্টনে সাহায্য করবে।

বেশীরভাগ চেষ্টা ও পারস্পরিক আলোচনা যা এই লেখায় বর্ণনা করা হয়েছে তা আসলে ''বর্ধিত সামাজিক মূলধনের'' একটা অংশ। আধুনিকীকরণের আহ্বানের সাথে প্রথাগত পদ্ধতির সাথে মানিয়ে চলার মেলবন্ধন এই প্রথা-ভিত্তিক উপকূলবর্তী সম্পদ পরিচালনাকে সংস্থাগত করতে সাহায্য করবে। কিভাবে এই পদ্ধতির সাথে যুক্ত দলগুলি এই পদ্ধতি শিখবে ও একে অপরকে বিশ্বাস করবে, তার ওপর এর সাফল্য প্রধানত: নির্ভর করবে।

তাবিতা ইউলিতা স্পার্ক, ইন্দোনেশিয়ার অনুষ্টান সহকারী। ইন্দোনেশিয়ার বালিতে এনাকে পাওয়া যাবে এবং পৌঁছানো যাবে <spark@vsoint.org> এর মাধ্যমে।

মেভান, উত্তর সুমাত্রায় ২০০২ এ ইন্দোনেশিয়ান এন জি ও, পি-৩ এম এন (পুসাট পেংকাজিয়ান ডান পেনগেম বাংগান মাস্যারাকাট নীলায়ন বা মৎসজীবি গোষ্ঠীর গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র) কর্তৃক করা গবেষণার ওপর ভিত্তি করে এটি লেখা হয়েছে। আধুনিকীকরণের আধারে গোষ্ঠী নির্ভর উপকূলীয় সম্পদ পরিচালনার জন্য সামাজিক মূলধনের অভিযোজনের ব্যাপারে এই রচনা। এই গবেষণার স্থান হল, উত্তর সুমাত্রার পশ্চিম উপকূলে বাটাহান জেলার বাটাহান গ্রাম এবং পূর্ব উপকূলের সেকাঙ্গগাংগ জেলার জারিং হালুস গ্রাম।

গোষ্ঠীভিত্তিক মৎসচাষের এম এবং ই পদ্ধতির জন্য পরিকল্পনা

হিদার এয়ারলি ও হাইকো মিলিস

একটি বৃহৎ প্রকল্প

গোষ্ঠীভিত্তিক মৎসচাষের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ ও পরিচালন তথ্য জানার মাধ্যমে, কম্বোডিয়ায় সি. এফ. ডি. ও[৬] বুঝতে শিখেছে যে জীবনযাত্রার অপরিহার্য অনুভব যে প্রাকৃতিক সম্পদ, তার দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহারের বিভিন্ন রীতিনীতি অবশ্যই দরকার। কামপোং ছনাং, কান্ডাল ও ক্রুটিয়ে প্রদেশের ১২টি গ্রামে, এফ. এল. ডি[৭] ভি. এস. ও[৮] এবং স্ট্রীমের সাহায্যে, সি. এফ. ডি. ও একটি বৃহৎ প্রকল্প রূপায়িত করে। ফলে গোষ্ঠীভিত্তিক মৎসচাষের একটি বৃহৎ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ণ বিশ্লেষণকারী (এম ও ই) পরিসংখ্যান পত্র তৈরীর জন্য তথ্য সংগ্রহ ও সমবন্টন পদ্ধতি খুঁজে বার করতে সি. এফ.ডি.ও কে উদ্যোগী হতে হয়েছে। সঠিক তথ্য সংগ্রহ অপেক্ষা নিজেকে সাজানোই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। গোষ্ঠীভিত্তিক মৎসচাষের অস্তিত্ব ও অঞ্চলীকরণ,পর্যবেক্ষণ কাজকর্ম ও সহপরিচালনার রীতিনীতি নিয়ে বিবাদ, পরিদর্শণের সময় মৎসচাষের উন্নতি ও পরিচালন পদ্ধতি নিরূপণ এবং প্রতিনিয়ত পরিসংখ্যানের হালনাগাদ করা কে খুঁজে বার করা ও নথিভুক্ত করার বাস্তব পদ্ধতি গড়ে তোলা এই প্রকল্পের কাজ। ফলস্বরূপ, ''মৎসচাষের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ণকারী পরিসংখ্যানের সমর্থন ও পরিকল্পনা'' এখন স্ট্রীমের ওয়েবসাইটে সহজলভ্য।

জলীয় সম্পদের আহরণের সুযোগ ও প্রতিকূলতা

খাদ্য সুনিশ্চিতিকরণ, রোজগার উৎপাদন এবং দীর্ঘস্থায়ী জীবিকা নির্বাহণের স্বার্থে কম্বোডিয়ার মিঠাজলের মৎস প্রগ্রহণ পরিচালনা অত্যন্ত জরুরী। মৎসচাষী যারা যুক্তিপূর্ণ গরীব মানুষের দল ও যাদের নদী, বিল বা জঙ্গলে বৈচিত্রময় জীবিকা নির্বাহণে জলীয় সম্পদের ওপর নির্ভরশীল, তাদের জন্য এই সম্পদ বৃহত্তম উৎস। কম্বোডিয়ায় ক্ষুদ্র জলীয় সম্পদ ব্যবহারকারীরা তাদের প্রাপ্যতা, মাছধরার জায়গার লভ্যতা এবং সাহায্যর্থে গরীব মানুষ ও এজেন্সির পারস্পরিক যোগাযোগের ওপর ঘুর্ণায়মান। বিভিন্ন ব্যবসায়িক মৎসগোষ্ঠীর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ক্ষুদ্র জলীয় সম্পদ ব্যবহারকারীদের তাদের জীবনযাত্রায় নির্ভরশীল সম্পদের ওপর তাদের আইনি অধিকার প্রদান করেছে। যদিও সহ-পরিচালনায় গোষ্ঠী প্রতিনিধিত্বের অকার্যকারীতা কিছু ক্ষুদ্র জলীয় সম্পদ ব্যবহারকারীদের এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে।

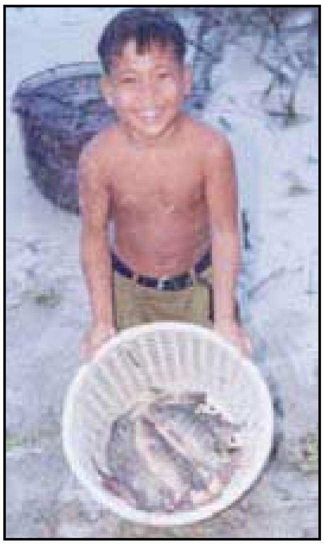

জলীয় সম্পদের সহ-পরিচালনা আগামী প্রজন্মের ক্ষেত্রে সুযোগ তৈরী করছে

সহযোগী সহপরিচালনায় পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ

সহপরিচালনাকে বলা হয় ব্যবহারকারী দল (মৎসগোষ্ঠী সদস্য), সরকারী দপ্তর ও অন্যান্য সহকারী সংস্থার সিদ্ধান্ত গঠন নিয়ন্ত্রণকারী এক সম্মিলিত অংশগ্রাহী পদ্ধতি। মৎসগোষ্ঠীকে তাদের নিজস্ব সহপরিচালন রীতিনীতি তৈরীতে পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যদি স্থানীয় গোষ্ঠী সঠিক পরিচালনায় সঠিক দায়িত্ব পালন করতে উদ্যোগী হয়, তবে গোষ্ঠী পরিচালনা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে এবং বর্তমানের উত্থিত মনুষ্যকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখে চলতে হবে।

গোষ্ঠীভিত্তিক মৎসপালন সি. এফ. ডি. ও-র পরিচালনা কম্বোডিয়ার গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রা উন্নতি করার লক্ষ্যে তৈরী করা। সি. এফ. ডি ও-র কর্মপন্থা হল কার্যকারী, দীর্ঘস্থায়ী ও সমবন্টিত জলসম্পদের ব্যবহারে সহপরিচালক হিসাবে কাজ করে যাওয়া। গোষ্ঠীভিত্তিক মৎসপালনে যত বেশী রীতি বোঝা যাবে, তত বেশী মৎসপালনের সহপরিচালনায় সি.এফ.ডি. ও-র ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং প্রাদেশিক কর্মচারীদের সাথে গোষ্ঠীভিত্তিক মৎসপালনের সহযোজন হবে।

প্রাথমিক তথ্যসংগ্রহে একটি অংশগ্রাহী পদ্ধতি

বৃহৎ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল সমস্ত পদ্ধতিকে পরীক্ষা করা, বিশেষভাবে তথ্যসংগ্রহ করা নয়। কিন্তু তিনটি প্রদেশের গোষ্ঠীভিত্তিক মৎসপালন সহপরিচালনাকে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ণ করতে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা বাধ্যতামূলক। সংখ্যাভিত্তিক তথ্য খুঁজতে

৬. কমুউনিটি ফিশারিজ ডেভলপমেন্ট অফিস —ডিপার্টমেন্ট অফ ফিসারিজ (ডি ও এফ)

৭. ফারমার লাইভলিহুড ডেভলপমেন্ট, এই কম্বোডিয়ান এন জি ও আগে পরিচিত ছিল স্কেল হিসাবে

৮. ভলান্টারি সারভিস্ ওভারসিজ্ (ইউ কে)

গোষ্ঠী সদস্যদল এবং গ্রামীণ নেতাদের সাথে দলগত জিজ্ঞাসাবাদ সাহায্য করেছে। অন্যদিকে পরিমাণগত তথ্যের জন্য সম্পূর্ণ গ্রামের সাথে অংশগ্রাহী গ্রামীণ মূল্য নিরূপণ খুবই কার্যকারী।

গোষ্ঠীর লোকেরা দেখতে শুরু করলো তারা কিভাবে নিজেরা নিজেদেরকে সাহায্য করতে পারে

স্থানীয় জ্ঞান ও ভূমন্ডলীয় অঞ্চলীকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে এই পুরো পদ্ধতি গোষ্ঠীভিত্তিক মৎসপালনকে চিহ্নিত ও নথিভূক্ত করেছে। সহপরিচালনায় বিবাদ ও তার দূরীকরণও নথিভূক্ত হয়েছে। ভোটপরবর্তী বিশ্লেষণ, শাসনক্ষমতা পদ্ধতি ও তার সফল্যের স্তরের অনুভব, গোষ্ঠীভিত্তিক মৎসপালন ধারণার জ্ঞান, আইনি সৃষ্ট ব্যবহার, মৎস অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠা, টহলদারী দলগঠন এবং সবকিছুর নথিভূক্তকরণ একটি গোষ্ঠীভিত্তিক মৎসপালনের কার্যপ্রণালী ও প্রাপ্তবয়স্কতা নির্ধারণ করে।

একটা সহজ পরিসংখ্যান পত্র তৈরী করা হয়েছিল যা তথ্য সঞ্চয়, ইলেকট্রনিকাল ব্যবস্থাকরণ ও আধুনিকীকরণ এবং প্রতিবেদন জানাতে সক্ষম হবে। পরিসংখ্যান পত্রের আরও বর্ধিতকরণ, তথ্য বিশ্লেষণ করতে ও বিভিন্ন সহযোগী দলকে বন্টন করার স্বার্থে ব্যবহারপোযোগী করে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

এম এবং ই-র সাহায্যে দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতির পথে

বৃহৎ প্রকল্পের রূপায়ণের সাথে সাথে, যেখানে যা আছে তা ব্যবহারের মাধ্যমে সি. এফ.ডি.ও- এই 'এম এবং ই' প্রকল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। প্রাদেশিক মৎস বিভাগ দরকারী তথ্য[৯] প্রদান করেছে যা ঐ প্রকল্পের ভিত্তিতে তৈরী করা সহজীকৃত পরিসংখ্যান পত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ফলাফল ইন্টারনেটে <http:/www.maff.gov.kh/cfdo.html> এ দেখা সম্ভব। যদিও সম্পূর্ণ সঠিক নয়, তবু তার 'এম এবং ই' তে সি.এফ. ডি.ও কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা বাড়াতে সাহায্য করছে। গোষ্ঠীভিত্তিক মৎসপালন ও ক্ষমতার গঠনের স্থাপনে ইঙ্গিতবাহী তথ্যসংগ্রহ যথেষ্ট সহজ। দীর্ঘস্থায়ী সম্পদ পরিচালনার সাথে বৃহৎ আকারের সঠিক অর্থবাহী তথ্যের সমান মূল্যায়ণ সম্পূর্ণ আলাদা। টোনলে স্যাপ বিলে তথ্য সংগ্রহে সি.এফ.ডি.ও-র দুজন কর্মচারী ও কিছু প্রাদেশিক কর্মচারীকে সাহায্য করেছে ইউ. এন. ডি. পি[১০]-র প্রকল্প ''টোনলে স্যাপ অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নে ক্ষমতার গঠন'' (এ.ডি.বি[১১]-র টোনলে স্যাপ পরিবেশ পরিচালন প্রকল্পের অংশ)। এই প্রকল্প জি. পি. এস যন্ত্রসমুহ ও জি.আই.এস[১২] সফটওয়ারকেও সাহায্য করছে। পরবর্তী বছরে শুরু হওয়া সেই এ.ডি.বি প্রকল্পের ভাগ ২-এ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ণের জন্য টাকা পয়সা সাহায্যের ইঙ্গিত রয়েছে। এই প্রকল্প শুধুমাত্র টোনলে স্যাপ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ, যেখানে সি. এফ. ডি.ও-র দায়িত্ব পুরো কম্বোডিয়াকে নিয়ে। বিভিন্ন সহযোগী দল যারা স্থানীয়, প্রাদেশীয়, রাষ্ট্রীয় বা অন্তর্রাষ্ট্রীয় স্তরে কাজ করছে, তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যের চাহিদার ব্যাপারেও সি.এফ.ডি.ও কে সচেতন থাকতে হবে।

বিভিন্ন গোষ্ঠীগত দলের ক্ষমতা ও বোঝার ক্ষমতার তারতম্যের কারণে গোষ্ঠীভিত্তিক মৎসপালন আজও তার শৈশবে। যদিও ইতিমধ্যে কিছু কার্যকারী দল আছে, যারা ভবিষ্যত উন্নয়নে তাদের ভূমিকার বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প। সরকার ও গোষ্ঠীগত সহযোগী দলের ক্রমাগত আলোচনা এবং সঠিক এম এবং ই পরিসংখ্যানপত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে মৎসপালন জনগোষ্ঠীর গরীব মানুষদের জীবনযাত্রায় উন্নয়ন আনা সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজনীয় অঞ্চলে সঠিক উপদেশ ও সাহায্য একান্তভাবে দরকার।

হিদার এয়ারলি এফ.এল.ডি-র সাথে যুক্ত একজন ভি.এস.ও-র দীর্ঘস্থায়ী জীবিকানির্বাহণ দলের পরামর্শদাতা। যোগাযোগের ঠিকানা <012809091@mobitel.com.kh> হাইকো মিলিস একজন সি.এফ.ডি.ও, কম্বোডিয়ার সাথে যুক্ত ভি.এস.ও-র পরিচালন ও যোগাযোগ পরামর্শদাতা। এর যোগাযোগের ঠিকানা<info@haikomeelis.com>.

৯. জি পি এস তথ্য ছাড়া, যা জ্ঞান ও যন্ত্রপাতির ওপর যার সংগ্রহ নির্ভর করে ডি এফ এর চেষ্টা ও প্রয়োজনীয় টাকা পয়সার কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়

১০. ইউনাইটেড নেশানস্ ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম

১১. এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক

১২. জিওগ্রাফিক ইনফারমেশন সিস্টেম

তথ্য অধিগ্রহণ অনুসন্ধানের মাধ্যমে কার্য্যকারী সহযোগী দলের যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা ও সুপারিশ চিহ্নিতকরণ

এলিজাবেথ এম গলজালেস, ম্যালিনি ফেলসিং এবং এরউইন এল পাডোর

ইনফরমেশন অ্যাকশন সার্ভে

ফিলিপিন্সের ক্রমবর্ধমান সরকারী সংস্থাগুলি বিশ্বাস করে যে আজকের উপকূলবর্তী গোষ্ঠীগুলির যে দারিদ্রতা এবং মৎসচাষের ক্রমবনতিকে বিপরীত পথে চালিত করিবার উপায় হল গোষ্ঠীভিত্তিক উপকূলবর্তী সম্পদ পরিচালনা (সি.বি.সি.আর.এম)।

গোষ্ঠীভিত্তিক উপকূলবর্তী সম্পদ পরিচালনার জন্য প্রথমেই দরকার সহযোগী দল যারা জলজ সম্পদের দ্বারা উপকৃত হবে তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। এর জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন উপকূলবর্তী গোষ্ঠীগুলি আর সহযোগী দলগুলির মধ্যে ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা আর সম্পদ ও সাহায্যের আশ্বাস। এই কথা মাথায় রেখে স্ট্রীম এবং মৎস ও জলজ সম্পদ বিভাগের (বি.এফ.এ. আর-অঞ্চল-৬) যৌথ সহায়তায় ইনফরমেশন অ্যাকশান সার্ভে (আই.এ.এস) ফিলিপিন্স অঞ্চল ৬[১৩] এর জন্য জুন ২০০৩ সালে কার্যকারী করা হয়।

এই অনুসন্ধানের মূল উদ্দেশ্য হল–

১) জলজ সম্পদ ও মৎসচাষ অঞ্চলের ভেতরের বিভিন্ন সহযোগী দলগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া।

২) অঞ্চল ৬ এর ভেতরে বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার খতিয়ে দেখা।

৩) অঞ্চলের অর্ন্তগত বিভিন্ন সহযোগী দল, সংস্থা ও সংগঠনগুলির মধ্যে ও ভেতরে যোগাযোগ ও তথ্যের আদানপ্রদানের ব্যবস্থা করা।

৪) বর্তমান চাহিদা মেনে কার্যকারী যোগাযোগ ব্যবস্থার কৌশল তৈরী করা এবং সহযোগী দলগুলির মধ্যে সিদ্ধান্তকৃত যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলির কৌশল ব্যাখ্যা করা।

এই অনুসন্ধানের জন্য সম্ভাব্য তথ্যের উৎসগুলিকে চিহ্নিত করা হয়। ১১-২৬ জুন, ২০০৩ এ এই অনুসন্ধান চালানো হয় মেট্রোম্যানিলা, লুজনের অন্যান্য অঞ্চল এবং অঞ্চল ৬ এর মধ্যে। সরকারী দপ্তর, নাগরিক সমাজ, গবেষণা সংস্থা ও পুরসংস্থার প্রতিনিধিরা ছিলেন মূল তথ্য সরবরাহকারী। তৎসহ মৎসজীবি, গ্রাম্য প্রতিনিধি ও মৎসজীবি সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফ.জি.ডি) অনুষ্ঠিত করা হয়।

বিভিন্ন প্রকাশিত সামগ্রীর বিষয়ে এফ জি ডি র অংশগ্রহণকারীরা আলোচনা করছে

কিছু খুঁজে পাওয়া ফলাফল

দর্শক বিবরণ– গোষ্ঠীর মধ্যে মৎস্যচাষের উন্নতির জন্য সংস্থার সহায়তা সরকারী সংস্থার মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব। বেশীরভাগ সরকারী কর্মচারী স্নাতক এবং তারা ইংরাজী ভাষাকে প্রযুক্তিগত তথ্য ও যোগাযোগের জন্য বেশী পছন্দ করে। সমস্ত সরকারী কর্মচারী ফিলিপিনো ভাষা ও স্থানীয় ভাষাও জানেন।

নাগরিক সমাজে, এন. জি. ও র মধ্যে পরিচালন স্তরের কর্মীরা বেশীরভাগ স্নাতক এবং ইংরাজীতে স্বচ্ছন্দ। বেশীরভাগ এন.জি.ও যে সমস্ত সংগঠন থেকে অন্তর্রাষ্ট্রীয় সাহায্য পায়, তাদের বেশীরভাগেরই ইন্টারনেট ও ই-মেলের ব্যবস্থা আছে। জনগণের সংস্থার সদস্যরা বেশীরভাগই মৎসজীবি যাদের প্রাথমিক শিক্ষা আছে, ফিলিপিনো ও স্থানীয় ভাষায় শিক্ষিত, কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার মাত্রা খুব কম। গবেষণা সংস্থাগুলির সমস্ত পাঠ্যবই ইংরাজীতে লেখা এবং লিখিত যোগাযোগের মূল ভাষা ইংরাজী। বেশীরভাগ স্থানীয় সরকারী দলের (এল.জি.ইউ) কর্মচারীরা স্নাতক এবং ইংরাজীতে বেশ স্বচ্ছন্দ। উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে, শিক্ষার মাত্রা বেশ বেশী এবং বেশীরভাগ মৎসজীবি গোষ্ঠী প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হিলিগেয়ন ও ফিলিপিনো ভাষায় কথা বলেন ও তাদের ইংরাজীতেও কিছু জ্ঞান আছে।

১৩. স্ট্রীম, ফিলিপিন্সের দেশীয় আফিস, ইলোইলো শহর, অঞ্চল -VI তে অবস্থিত

যোগাযোগের মাধ্যম– রেডিও, টেলিভিশান, সংবাদপত্র, পত্রিকা, চলচ্চিত্র, কমিক বই, ভিডিও, প্রথাগত ও লৌকিক মাধ্যম যেমন কম্পোসস[১৪], এবং উন্নয়ণ নাট্যশালা, গ্রাম্য তথ্য পত্রিকা, ব্রোচিওর, মোবাইল ফোন এবং তথ্য প্রযুক্তি এর অন্তর্গত। রেডিও ও টেলিভিশন সবচেয়ে প্রিয় মাধ্যম সকলের কাছে। অনুসন্ধানের ফলে আরও জানা গেছে যে গ্রামের লোকেরা প্রায়শই এল.ডি ইউ কর্মচারী, সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারীদের সাথে আলোচনা করে ও তথ্য সংগ্রহ করে। কিছু তথ্য মাঝে মধ্যে, পুরসংস্থার কৃষি ও মৎস্য বিভাগের কর্মচারী, গোষ্ঠী সংস্থার পদাধিকারি, স্থানীয় রাজনীতিবিদ, পুলিশ ও মৎস্যজীবির রক্ষকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে।

তথ্য বিনিময়– বৈধ পথে বিভিন্ন সংস্থার ভিতর ব্যক্তিগত আলোচনা হয়। এর জন্য দরকার চিঠি বা ফ্যাক্স পাঠানো, যা ইংরাজী মাধ্যমেই লেখা হয়। অন্যান্য ভাবে টেলিফোন, মোবাইল ফোন (লিখিত খবর সহ) ও ফ্যাক্সের মাধ্যমে পরবর্তী যোগাযোগ করা হয়।

তথ্যের অধিগ্রহণ– উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর সাথে বর্দ্ধিত কার্যকলাপ মৎসজীবি সংস্থাগুলিকে প্রযুক্তির বিনিযোগকে আলোকপাত করে। প্রশিক্ষণ আলোচনা সভা, পোষ্টার ও তথ্যপত্র (প্রধানত: ইংরাজীতে লেখা) বন্টন, হাতে কলমে শিক্ষা দেবার স্থান (প্রধানত: সমুদ্র আগাছা ও তিলপিয়া, বিড়ালমাছ বা দুগ্ধ মাছের গৃহস্থ পালন ক্ষেত্রে) এই বর্দ্ধিত কার্য্যকলাপের অন্তর্গত।

প্রায়োজন এবং সুপারিশ

এই অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ বলা যায় যে, প্রত্যেক দর্শক দলের তথ্য ও বর্দ্ধিত কার্য্যকলাপের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করা হয়েছে, সময়ানুসার তার সুপারিশ জানানো হয়েছে এবং সহযোগী দলের দায়িত্বগুলি সংজ্ঞাকৃত করা হয়েছে। মূল সুপারিশগুলি হল-

- মৎস্যচাষ ও মৎস্যপালন ব্যবহার মধ্যে বর্দ্ধিত কার্য্যকলাপের জন্য অংশগ্রাহী পদ্ধতিতে একটি জাতীয় কৌশল তৈরী করতে হবে।
- বর্দ্ধিত কার্য্যক্রমকে এমনভাবে সাজাতে হবে, যাতে সর্বশেষ ব্যবহারকারীও সমমানের সাহায্য পায়।
- বর্দ্ধিত কার্য্যকলাপের তথ্য নিশানাকেন্দ্রিক ও পূর্ব পরিক্ষিত হতে হবে যাতে তা যোগাযোগের কার্য্যকারীতাকে সঠিক করে।
- বর্দ্ধিত কার্য প্রদানকারীদের গোষ্ঠীগত সুবিধার স্বার্থে বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থাপনাকে আরও মজবুত করতে হবে।

বানাটে বের সম্পদ পরিচালনা সম্পদ পরিষদের গোষ্ঠী থেকে এফ জি ডি র অংশগ্রহণকারীরা

শিক্ষাগ্রহণ

তথ্য অধিগ্রহণ অনুসন্ধান একটি প্রয়োজনীয় কাজ যা উন্নয়ন প্রচেষ্টার শুরুতেই করতে হবে। আই. এ. এম এক্ষেত্রে সহযোগীদল এবং তাদের সাথে কার্য্যকারী যোগাযোগ ব্যবস্থার পথ চিহ্নিত করে। আই.এ.এম এর অনুসন্ধানের ফলস্বরুপ কৌশলী পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য জানার মাধ্যমে সহযোগী দলগুলির যোগাযোগ ও বর্দ্ধিত কার্য্যকলাপের চিহ্নিতকরণ সম্ভব। প্রাক্ অনুসন্ধান কার্য্যকলাপ, যেমন, সহযোগী দলগুলির মধ্যে প্রাথমিক যোগাযোগ স্থাপন, এবং প্রাথমিক তথ্যের জন্য সম্ভাব্য উৎস খোঁজা, এই অনুসন্ধানের কার্য্যকারীতাকে সমর্থন করে।

অনুসন্ধানের শুরুতে পরিস্কার ভাবে বর্ণিত উদ্দেশ্য অনেক জটিল কারণ তা প্রশ্ন উত্তর পরিচালক এবং দলগত আলোচনার মূল দিককে প্রভাবিত করে। খোলাখুলি প্রশ্ন অনেক কার্য্যকরী, কারণ তা সহযোগী দলগুলিকে কিছু ব্যাপারে আলোকপাতে সাহায্য করে, যা হয়ত প্রশ্নকর্তা কখনও ভাবেনি।

এলিজাবেথ (বেবেট), যোগাযোগ প্রবন্ধক, এরউ ইন, সহকারী জাতীয় সহযোজক, ইলোইলো শহরে স্ট্রীম, ফিলিপিন্সের সাথে যুক্ত এবং যোগাযোগের ঠিকানা <streambfar-phil@skyinet.net>. ম্যালিনি পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায় আছেন এবং যোগাযোগের ঠিকানা<mfelsing@fish.wa.gov.au>.

১৪. কম্পোসেস পরিবারে লোকেদের লড়াই ও বেঁচে থাকার বিষয় নিয়ে গড়া, লৌকিক গান।

ফিলিপিন্সের রক্সাস শহরে মৎস্য নির্দেশিকা রূপায়ণ করার জন্য আই. ই. সি. আলোচনাসভা-- কার্য্যশালা।

বেলিন্দা এম গ্যারিদো এবং এলিজাবেথ এম গনজালেস

রক্সাস শহর-- তখন আর এখন

কাপিজ প্রদেশের রাজধানী রক্সাস শহরটি পানা দ্বীপের উত্তরপূর্ব দিকে ইলোইলো শহর থেকে ১৩৬কি:মি: দূরে অবস্থিত। এখানে জলীয় কৃষির এবং সামুদ্রিক মাছচাষের উপযোগী বিস্তৃত এলাকা রয়েছে। এই শহরটি একসময়ে ফিলিপিন্সের সামুদ্রিক খাদ্যের প্রধান সরবরাহকারী ছিল যেমন কাঁকড়া, চিংড়ি, ঝিনুক, সবুজ ঝিনুক, শামুক, কাপিসের খোলস (প্ল্যাকুনা প্ল্যাসেন্টা) এবং এঞ্জেল উইংস। সাম্প্রতিককালে, মাছচাষের পুকুর এবং পুরস ংস্থার জলাশয়ে ও নদীতে মাছ ধরার পরিকাঠামো অনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রচন্ড বেড়ে গেছে। এতে, মৎসসম্পদের ক্ষয় এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে,যার ফলে মাছ ধরা এবং উৎপাদন খুব কমে গেছে। এরকম অবস্থায় মাছচাষ এবং সামুদ্রিক মাছধরা প্রায় বন্ধ হতে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে স্বল্পমাত্রার জেলেদের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হচ্ছে কারণ তাদের কাছে ক্ষতিপূরণের জন্য পর্য্যাপ্ত টাকার সংস্থান নেই। মাঝারি থেকে বড় মাপের জেলেরা প্রায় টিকে যায় এবং কিছু প্রভাবশালী গোষ্ঠী সামুদ্রিক মাছচাষের দিকে সরে যায় যেমন দলীয় মাছের ও দামী মাছের খাঁচায় পালন। এইরকম বাধাহীনভাবে গড়ে ওঠা পরিকাঠামোর ফলে সরকারকে নানান অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

মৎস-নির্দেশিকা

এই সকল বিচার্য বিষয় নিয়ে রক্সাস শহর সরকার বিশেষ করে শহরে কৃষি ব্যাবস্থা কেন্দ্র (সি.এ.এস.ও) ''মাছচাষের উপর নির্দেশিকা'' তৈরী করেছিল যাতে মাছচাষী এবং তাদের সংগঠন ও ফিলিপিন্সের পাঁচিশটি ব্যারাঙ্গেজ[১৫] এর ফিশারিজ্ অ্যাকুয়াটিক এন্ড রিসোর্সি কাউন্সিল (এফ এ আর এম স্সি) সকলের অংশগ্রাহী যোগদান ছিল। রক্সাস শহরেই এই নির্দেশিকা ২০০২ সালের ডিসেম্বর পাশ হওয়ার আটমাস পরে তা কার্য্যকারী হয়নি। ''সি.এ.এস.ও'' দেখেছে যে এই নির্দেশিকা লোকের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচারিত হওয়া দরকার, কিন্তু তারা মনে করে এই প্রচারের ব্যাপারে আরো সাহয্যের প্রয়োজন। তারা ঠিক করেছিল যে শহরের সরকারী কর্মচারীদের এবং ''এফ এ আর এস সি'' দের তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ (আই ই সি) গঠনের ব্যাবস্থা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ''আই ই সি''র উপকরণ তৈরীর আলোচনাসভা ও কার্য্যশালার জন্য সাহায্য চেয়ে ''সি.এ.এস.ও''র মৎস অধিকর্তা বেলিন্দা গ্যারিদো, মৎস ও জলীয় সম্পদ সংস্থা (বি এফ এ আর) অঞ্চল ৬ এর কাছে একটি প্রস্তাব জমা দিয়েছে।

আলোচনা সভা -কার্য্যশালা

এই তিনদিনের আলোচনাসভা-কার্য্যশালার উদ্দেশ্য ছিল ''আই ই সি''র জনসংযোগ মাধ্যম তৈরী করা যাতে এই নির্দেশিকা আরো জনপ্রিয় হতে পারে। আগষ্ট ২০০৩ সালের এই আলোচনা সভা কার্য্যশালায় যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা হলেন জোস রেজেন III, প্রধান, বি এফ এ আর এফ আর এম পি[১৬] মৎস পরিচালন তথ্যকেন্দ্র (এফ.আই.এম.সি)[১৭], বি এফ এ আর-৬ এফ আর এম পি-[১৮], আই.ই.সি দলের অ্যাগনেস সোলিস, বি এফ এ আর-৬ তথ্য আধিকারিক জ্যানিস ট্রোনকো এবং স্ট্রীম ফিলিপিন্সের এরউইন পাডোর এবং বেবেট গঞ্জালেস।

তিন দিনের শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতার পরে অংশগ্রহণকারী এবং উদ্যোগকারীগণ

১৫. ফিলিপিন্সের শাসন ব্যবস্থার একটিদল যা একটি গ্রামের সমগোত্রিয়।

১৬. মৎস-সম্পদ পরিচালনা প্রকল্প, একটি চার বছরের এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাঙ্ক প্রকল্প যা উপকূলীয় সম্পদ পরিচালন (সি আর এম) দৃষ্টি ভঙ্গির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণের উপরে কাজ করছে।

১৭. ফিলিপিন্সের মৎস্য-তথ্য পদ্ধতিকে (ফিল. এফ. আই.এস) সহায়তার জন্য এফ. আর.এম.পি-র অন্তর্গত এফ.আই.এম.সি তৈরী করা হয়েছে।

১৮. মৎস্য সম্পদ পরিচালন প্রকল্প।

যারা অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের ভেতর ২৩জন অংশগ্রহণকারী ছিল কৃষি ও মৎসবিভাগের প্রসার কার্যকলাপ পদাধিকারী। প্রাদেশিক পলিটেকনিক মহাবিদ্যালয়ের প্রসার কার্য্যালয় প্রধান, সরকারী সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক, এফ.এ.আর.এম.সির প্রতিনিধিবৃন্দ, পর্যটন এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়ণ দপ্তরের প্রতিনিধিগণ।

কার্য্যালয়ে অংশগ্রহণকারীদের আই.ই.সির পরিকল্পনা পদ্ধতি ও উৎপাদন চক্র সম্পর্কে এবং তাদের বর্তমান প্রচেষ্টা যেমন এফ.আর.এম.পি কার্যকলাপ ও স্ট্রীম সম্বন্ধে একটি ভূমিকা দেওয়া হয়, যেমন ‘‘ওয়েষ্টার্ন ভিসায়াস’’ (অঞ্চল VI) তথ্য অধিগ্রহণ অনুসন্ধান (আই এ এস) দ্বারা প্রাপ্ত কিছু তথ্য (গনজালেস, ফেলসিং ও পাডোরের পূর্ববর্তী লেখা দেখুন)। ছাপা মাধ্যমে কার্য্যশালার প্রতিপর্বে নির্দেশিত মূলনীতি, সহায়তা ও প্রযুক্তির উপর বক্তব্যগুলি বিতরণ করা হয় এবং জনসংযোগ মাধ্যমও ব্যাবহার করা হয়। প্রত্যেক বিবরণের পর একটি লেখন তৈরী করে উৎপাদের ওপর সমালোচনা সংগঠিত হয় ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয়, যাতে সর্বশেষ উৎপাদনের জন্য আর খুব কমমাত্রায় সংশোধন করতে হয়। বর্ধিত কার্য্যকারী ও এফ এ আর সি সি প্রতিনিধিদের সুবিধার্থে চলতি কার্য্যকারী সভার বিষয় ও গোষ্ঠীর সাথে পারস্পরিকতাকেও এর সাথে যুক্ত করা হয়।

কার্য্যশালার শেষে, দলটি তাদের সামুদ্রিক উদ্যান, স্নানের জায়গা ও খোলসযুক্ত মাছেদের সংরক্ষিত অঞ্চলের জন্য তিনটি করে পোস্টার ও বিজ্ঞাপন লাগানোর তক্তা তৈরী করে। তারা তিনটি ৩০ সেকেন্ডের তাৎক্ষণিক ঘোষণা, নির্দেশিকার গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়ে তিনটি নাটিকা, উপকূলবর্তী সম্পদ পরিচালনার প্রচারার্থে একটি শ্লোগান ও জিঙ্গল, সরকারী কর্মচারী ও বন্ধুদের বোঝানোর জন্য নির্দেশিকার ব্যাপারে একটি ‘‘পাওয়ার পয়েন্ট’’ বিবরণ, এবং তাদের সি আর এম উদ্যোগের বিষয়ে একটি লেখন, যা ঐ সংবাদ মাধ্যম ছাপাতে সাহায্য করবে বলে সম্পাদক (একজন অংশগ্রহণকারী) দাবী করেছে। তারা এই মৎসনির্দেশিকা নিয়ে একটি পুস্তিকা তৈরীর পরিকল্পনাও করেছে।

কিছু ঘটনা

বিরতির সময় ও অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে, আলাপ আলোচনার সময় অংশগ্রহণকারীরা তাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা শুনিয়েছে। তাদের মধ্যে দুটি হল :

সালভাদোর বার্টোসিলো, শহর পরিকল্পনা ও উন্নয়ণ আধিকারিক

বাডি বলেছিল যে যে কার্য্যশালার পর্বগুলি যে ভাবে সংগঠিত হচ্ছে তাতে তারা খুশি এবং তারা এটা জেনে বিস্মিত যে সে এবং তার দলের কাছে আই.ই.সি তে কাজ করার জন্য পরিপূরক দক্ষতা আছে। (সবাই লক্ষ্য করছে যে নির্দেশিকা প্রচারের রেডিও প্লাগ তৈরীতে বাডির স্বর ব্যবহার করার মত)। সে আরও জানিয়েছে যে পাওয়ার-পয়েন্টে শেখা জিনিস তার কাজকে শহর পরিকল্পনা ও উন্নয়ণ দপ্তরে পেশ করতে আরও কার্য্যকারী করবে। সে বুঝেছে এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছে যে অন্যান্য আলোচনাসভা মত নয় বরং এই কার্য্যশালায় সহজাত পরিবেশ অংশগ্রহণকারী ও সম্পদ প্রদানকারীদের মধ্যে কর্মঠ ও প্রগতিশীল ভাব বিনিময়ে সাহায্য করছে। যে উৎপাদ পাওয়া গেছে, তাতেও এটা প্রতিফলিত হয়েছে। সে ভবিষ্যতে এরকম আর একটি কার্য্যশালায় যোগদানের আশা রাখে।

বেলিন্দা গ্যারিদো, শহর কৃষি-ব্যবস্থা কেন্দ্র

রক্সাস শহরে সি.আর.এম দৃষ্টিভঙ্গির গ্রহণ করাকে নিয়ে তার প্রযুক্তি কার্য-দল ও এফ আর এম সি সদস্যরা যে লড়াই এর মোকাবিলা করেছে, তা বেল সবাইকে জানায়। মৎস নির্দেশিকা এই কঠিন কাজের ফসল। সে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলে যে নির্দেশিকার প্রচলন শুরু করা কেবলমাত্র প্রাথমিক ধাপ। সামনের কঠিন কাজ হল এই নির্দেশিকাকে জনপ্রিয় ও রূপায়ণ করা এবং তার নিজের আই.ই.সি-এ কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তাই সে মনে করে যে কার্য্যশালাটি সময়মতো হয়েছে ও এখন তার কাছে অন্তত: কিছু আই.ই.সি অভিজ্ঞতা আছে, যা সে কার্য্যালয় থেকে পেয়েছে। বিল খুব খুশি যে সে আর তার সাথীরা কার্য্যশালা থেকে যা শিক্ষা পেয়েছে এবং যে ভরবেগ কার্য্যশালা তাদের মধ্যে তৈরী করেছে, এর মাধ্যম তারা সহজেই আই.ই.সি পরিকল্পনা ও বিষয়বস্তু তৈরীতে অংশগ্রহণ করতে পারবে। সে বিশ্বাস করে যে কার্য্যকারী সভা চালাতে ও সুবিধাপ্রদানের জন্য নির্দেশিত মূলনীতির শিক্ষা তাকে ও তার সাথীদের গোষ্ঠী সভা পরিচালনা করতে সাহায্য করবে যা তাদের বর্দ্ধিত কার্যকলাপের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

বেলিন্দা এম গ্যারিদো, কাপিজের রক্সাস শহরের আই.ই.সি, শহর কৃষি ব্যবস্থা কেন্দ্রের মৎস্য অধিকর্তা। একে যোগাযোগের ঠিকানা<belrengar@yahoo.com>. এলিজাবেথ এম গঞ্জালেস, স্ট্রীম ফিলিপিন্সের যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবন্ধক। একে যোগাযোগের ঠিকানা<streambfar-phil@skyinet.net>.

স্ট্রীম পত্রিকা সম্বন্ধীয়

প্রকাশিত হয় স্ট্রীম দ্বারা- সাপোর্ট টু রিজিওনাল অ্যাকুয়াটিক রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট

নেটওয়ার্ক অফ অ্যকুয়াকালচার সেন্টারস ইন এশিয়া-প্যাসিফিক (নাকা) সেক্রেটারিয়েট

স্বরস্বাদি বিল্ডিং

ডিপার্টমেন্ট অফ ফিশারিজ কম্পাউন্ড

ক্যাসাকার্ট ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস

লাদেয়ো, জাতুজক, ব্যঙ্কক ১০৯০৩

থাইল্যণ্ড

সম্পাদকীয় দল

গ্রাহাম হেলর, নির্দেশক, স্ট্রীম

লি থান লু, স্ট্রীম ভিয়েতনামের রাষ্ট্রীয় সহযোজনকারী

উইলিয়াম স্যাভেজ, স্ট্রীম যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ

সোনিয়া স্যাভিলি, স্ট্রীম ফিলিপিন্সের রাষ্ট্রীয় সহযোজনকারী

থে সোমোনি, স্ট্রীম কম্বোডিয়ার রাষ্ট্রীয় সহযোজনকারী

উদ্দেশ্য

স্ট্রীম পত্রিকা বছরে চার বার প্রকাশিত হয় এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এশিয়া-প্যাসিফিকে জলীয় সম্পদের ব্যাবহারকারী গরীব লোকেদের জীবিকার উন্নতির পক্ষে সহযোগিতা, যোগাযোগ এবং নীতির উন্নতি করা এবং জলীয় সম্পদ পরিচালনার সাথে অঞ্চলের অন্যান্য ব্যবস্থারও সম্পর্ক স্থাপন করা। এই স্ট্রীম পত্রিকায় সেইসব লোকেদের কথা লেখা হয় যাদের জীবিকা নির্ভর করে জলীয় সম্পদের উপর, বিশেষত: যাদের সম্পদের পরিমাণ সীমিত, এবং সরকার, বেসরকারী এবং আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ যারা এদের সাথে সমাজে কাজ করে। এইসব ঘটনায় থাকে কিছু শিক্ষণীয় জিনিষ, সমস্যা সমাধানের সূত্র, খবর এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা, জলীয় সম্পদের পরিচালনা, আইন প্রণয়ন করা, জীবিকা, লিঙ্গ, অংশগ্রহণ, অংশীদার, নীতি এবং যোগাযোগের উপর বিভিন্ন তথ্য।

এই পত্রিকার আরেকটি ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো, একটি পেশাদারী মনোভাবপূর্ণ পত্রিকায় সেইসব লোকেদের কথা জানানোর সুযোগ করে দেওয়া যাদের কথা কদাচিৎ শোনা যায়, যেটির বিষয় বাস্তবিক এবং শিক্ষামূলক উভয়ই। এই পত্রিকার প্রবন্ধগুলি কোন বিশেষ সংস্থার বক্তব্যকে পেশ করে না বরং কোন ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করে। এখানে লেখকরা নিজেদের প্রবন্ধের বক্তব্য সম্বন্ধে দায়িত্ববান এবং কোন সম্পাদকীয় পক্ষপাত এবং লেখাগত ত্রুটির জন্য দায়ী স্ট্রীম।

বিতরণ

স্ট্রীম পত্রিকা তিনটি উপায়ে পাওয়া যেতে পারে–

১. ইলেকট্রনিক পি ডি এফ রূপ যা প্রত্যেক দেশের স্ট্রীম যোগাযোগকারী কেন্দ্র থেকে ছাপা এবং বিতরণ করা হয়।

২. www.streaminitiative.org ওয়েবসাইটে ভারচুয়াল লাইব্রেরী থেকে পি ডি এফ ফরম্যাটে ডাউনলোড করা যাবে।

৩. ছাপানো পত্রিকা যা নাকা সেক্রেটারিয়েট থেকে পাওয়া যাবে।

যোগাযোগ

জলীয় সম্পদের ব্যবহারকারী এবং তাদের সাথে যারা কাজে জড়িত তাদের সম্পর্কিত প্রবন্ধ লেখার জন্য স্ট্রীম পত্রিকা লোকেদের উৎসাহ ও সুযোগ দেয়। তাছাড়া স্ট্রীম পত্রিকা নিজেদের লেখায় গোষ্ঠীর লোকজনদের নিজেদের বাস্তবিক অভিজ্ঞতা বলার সুযোগ দেয়।

প্রবন্ধগুলি পরিস্কার ইংরেজী ভাষায় ১০০০ শব্দের অন্তর্গত হতে হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

উইলিয়াম স্যাভেজ, স্ট্রীম পত্রিকার সম্পাদক, <savage@loxinfo.co.th>

আরো বিশদ খবরের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন, গ্রাহাম হেলর, নির্দেশক, স্ট্রীম <ghaylor@loxinfo.co.th>

স্ট্রীম সম্বন্ধীয়

সাপোর্ট টু রিজিওনাল অ্যাকুয়াটিক রিসোর্সেস ম্যানজমেন্ট (স্ট্রীম) হলো নেটওয়ার্ক অফ অ্যাকুয়াকালচার সেন্টারস্ ইন এসিয়া প্যাশিফিকের (নাকা) পঞ্চবার্ষিকী কার্য্যক্রমের একটি অহ্গ। এর লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্নে সংস্থাকে সাহায্য করা যাতে–

- পুরানো এবং নতুন তথ্যগুলিকে আরো ভালোভাবে ব্যাবহার করা যাবে
- গরীব মানুষের জীবিকা নির্বাহণকে আরো ভালোভাবে জানার জন্য
- গরীব মানুষদের একটি সুযোগ দেওয়া ওই নীতি বা পদ্ধতিকে প্রভাবিত করার যা তাদের জীবনের উপর প্রভাব ফেলে।

স্ট্রীম এই কাজগুলি করছে বিভিন্ন নীতি তৈরী করতে সাহায্য করার দ্বারা এবং লোকেদের ও সংস্থার মধ্যে মধ্যস্থতা করার দ্বারা এই নীতিগুলি ক্ষমতাবান হবে–

- জলীয় সম্পদের পরিচালনার প্রভাবের ক্ষেত্রে
- গরীব মানুষের জীবিকা নির্বাহণের ক্ষেত্রে
- বিভিন্ন পরিচালনা পর্য্যাবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে
- সংবাদ প্রসারিত করার ক্ষেত্রে
- বিভিন্ন অঞ্চল ও দেশের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে

স্ট্রীম এর কর্মসূচী প্রধানত: জোট-বন্ধনের উপর নির্ভরশীল। এতে যুক্ত আছে অস এ আই ডি, ডি এফ আই ডি, এফ এ ও এবং ডি এস ও মতন সহযোগী সংস্থা যারা নাকাকে সাহায্য করে। এই সংস্থার কাজের পদ্ধতি হচ্ছে সবাইকে সাথে নিয়ে কাজ করা, যারা জলীয় সম্পদ পরিচালনার বিভিন্ন কাজে যুক্ত সেইসব অংশীদারদের একে অপরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন সাহায্য করা এবং তাদের সাহায্য সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্পকে রূপায়ণ করতে এবং পরিচালনা করতে।

ছোট বন্ধনের দ্বারা কাজের প্রক্রিয়াতে প্রত্যেকটি দেশে একজন রাষ্ট্রীয় সহযোজনকারী (বরিষ্ঠ সরকারী সদস্য) এবং একজন দেশের যোগাযোগকেন্দ্রর পরিচালক (যাকে স্ট্রীম প্রথম দুবছর পরোপুরি ভাবে সাহায্য করে) ও দেশের বিভিন্ন অংশীদাররা যুক্ত আছেন যোগাযোগ কেন্দ্রে আছে কম্পুটার, প্রশিক্ষণের ব্যাবস্থা, প্রযুক্তিগত বিদ্যার সাহায্য, এবং যোগাযোগ ও মানবিক সম্পদ, এবং বিভিন্ন অংশীদাররা সাথে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয়।

রাষ্ট্রীয় যোজানা দস্তাবেজের অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় সহযোজন প্রক্রিয়া চলে, সহযোজনকারী ও কেন্দ্র প্রবন্ধক বিভিন্ন অংশীদারেরা সাথে আলোচনার মাধ্যমে তৈরী করে। রাষ্ট্রীয় যোজনা দস্তাবেজে যাকে মূল বিষয়, প্রাদেশিক সম্পর্কের গুরুত্ব, মূল কাজগুলিকে চিহ্নত করা এবং প্রাধান্য দেওয়া, এবং স্ট্রীম ও অনান্য সংস্থা থেকে এই কাজের জন্য টাকা জোগাড় করা।

স্ট্রীমের রিজিওনাল অফিস (ব্যাঙ্ককের নাকা সেক্রেটারিয়েটে) থেকে এই কাজকর্মকে পরিচালনা করা হয়, জীবিকা নির্বাহণ, সংস্থা, নীতি তৈরী এবং যোগাযোগ, এই চারটি বিষয়ের উপর স্ট্রীম বিভিন্ন দেশে কাজ করে।

স্ট্রীমের কার্য্যক্রম একটি পুনরাবৃত্তি প্রক্রিয়া, প্রথমে শুরু হয়েছিল কম্বোডিয়া, ভারতবর্ষ, নেপাল, ফিলিপিন্স এবং ভিয়েতনামে এবং এটা প্রসারিত হচ্ছে এশিয়া প্যাশিফিকের বিভিন্ন দেশে তার দ্বারা (যেখানে দারিদ্রতা দূর করার সুযোগ আছে এবং ভালো পরিচালনা ব্যাবস্থার সুযোগ আছে), যেরকম অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছে, যা শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছে, প্রভাব প্রদর্শিত হয়েছে এবং যেখানে অতিরিক্ত বিত্তসাহায্য আছে। স্ট্রীমের যোগাযোগের পদ্ধতির লক্ষ্য হচ্ছে গোষ্ঠীর জ্ঞানকৌশল বৃদ্ধি করা, এই কাজে সাকারাত্মক পরিবর্তন করেছে এবং এই কাজ থেকে তারা যা শিক্ষা গ্রহণ করছে তা সমগ্র এশিয়া প্যাশিফিকে বিস্তারিতভাবে প্রচার করছে।

স্ট্রীম পত্রিকা এবং স্ট্রীমের ওয়েবসাইট হচ্ছে এই পদ্ধতির একটি অঙ্গ

কম্বডিয়া: শ্যাম ভেক <cfdo@camnet.com.kh>
ভারত: রুবু মুখার্জী <rubumukherjee@rediffmail.com>
ইন্দোনেশিয়া: অলফিদা আহদা <budhiman@indosat.net.id>
মায়ানমার : খিন ম্যুআঙ্গ সোয়ে <DOF@mptmail.net.com>
নেপাল: নিলকান্ত পোখরেল <agroinfo@wlink.com.np>
ফিলিপিন্স: এলিজাবেথ গনজালেস <streambfar-phll@skyinet.net>
ভিয়েতনাম: নুয়েন সং হা <streamsapa@vietel.com.vn>
ইউনান,চীন : সুসান লি <YNYYCN@KM169.net,blueseven@mail.china.com>